

একটু বুদ্ধি খরচাতেই বদলে যাবে ঘর

খুব বেশি কিছু নয়, সামান্য একটু বুদ্ধি খরচ করে কিছু পদক্ষেপ নিলেই আপনার ঘরের চেহারা আমূল বদলে যেতে পারে। এজন্য খুব বেশি খরচও করতে হবে না। এবার সে রকম কিছু আইডিয়া জেনে নিন।

■ ছোট কক্ষে সব সময় হালকা রঙ ব্যবহার করতে হবে। এতে ঘরের আকার বড় মনে হয়। অন্যদিকে গাঢ় রঙ ব্যবহার করলে ঘরকে ছোট ছোট মনে হয়।

■ ছোট কক্ষ বা অতিথিদের বসার ঘরে জানালা বা দরজার উল্টোদিকে আয়না রাখুন। সুন্দর ফ্রেমের আয়না ঘরের সৌন্দর্য যেমন বাড়াবে, তেমনি প্রাকৃতিক আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ঘরকে উজ্জ্বল, আলোকিত করে তুলবে।

■ ঘরের আসবাবের ক্ষেত্রে পুরনো এবং নতুন ডিজাইনের মিশ্রণকে ব্যবহার করতে পারেন। হয়তো সোফা আধুনিক ডিজাইনের, কিন্তু টেবিল ল্যাম্পটা একটু পুরনো মডেলের—সেসব ক্ষেত্রে আর পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত পুরনো কোনো আসবাব



থাকলে সেটাও যত্ন করে রাখুন।

সোফা বা অন্য আসবাবে কাপড়ের কভার থাকলে সেক্ষেত্রে কয়েক ডিজাইনের কভার রাখুন। কয়েক মাস পরপর কভার বদলালে ঘরের চেহারাও বদলে যাবে।

■ ঘরের বিভিন্ন কোণে রাখুন ছোট ছোট গাছ। এখন সহজেই ছোট আকারের ক্যাকটাস বা অন্য ধরনের গাছ পাওয়া যায়। গাছ আপনার ঘরের সৌন্দর্য বাড়াবে এবং ঘরকে সজীব রাখবে। এসব গাছের দামও খুব বেশি নয়।

রূপচর্চায়

মধু



১. মধু ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না। ত্বকের অর্দ্রতা ধরে রাখে। ত্বকের কোনো শুষ্ক অংশ পরিষ্কার করে সেখানে এক চা-চামচ মধু

লেপে দিন। ১৫-২০ মিনিট এভাবে রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনার শুষ্ক ত্বক এতে সজীব হয়ে উঠবে।

২. মধুর এনজাইম ত্বককে পরিষ্কার রাখে এবং ত্বকের ছিদ্রগুলোকে উন্মুক্ত রাখে, যা ত্বকের সৌন্দর্য ও সুস্থতার জন্য জরুরি। একই সঙ্গে মধু ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণও প্রতিহত করে। এক টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল ভালোভাবে মেশান। এরপর ত্বকে লাগান। চোখের আশপাশে এ মিশ্রণ লাগাবেন না। কিছুক্ষণ রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. মধুতে থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, এনজাইম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান, যা ত্বককে পুষ্টি জোগায়। অন্যদিকে বেকিং সোডা ত্বকের মরা কোষ দূর করে। দুই টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে ত্বকে লাগান। পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

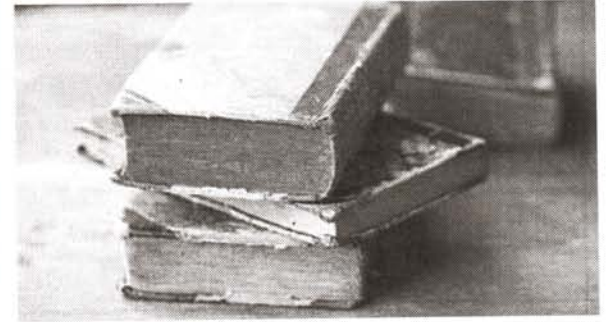
৪. মধু ত্বকের দাগ কমিয়ে দেয়। এক টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে দুই চামচ নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল মিশিয়ে দাগের ওপর লাগান এবং আঙুল দিয়ে ম্যাসাজ করুন। এরপর একটি গরম তোয়ালে দিয়ে জায়গাটি চেপে রাখুন। তোয়ালে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

৫. মধুর অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ ব্রণ প্রতিরোধে সহায়ক। ব্রণের ওপর মধু লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ থেকে অনেকটাই রেহাই পাবেন এতে।

ছত্রাকের আক্রমণে কী করবেন

ঘামে ভেজা কাপড়, পুরনো বই বা আসবাবসহ বিভিন্ন জিনিসে আমরা এক ধরনের সাদা ছত্রাকের আক্রমণ লক্ষ্য করে থাকি। এ সমস্যা মোকাবেলায় নিচের পরামর্শগুলো কাজে লাগাতে পারেন।

১. কাপড়ে ফাঙ্গাস জমলে প্রথমে একটা ব্রাশ দিয়ে সেগুলো তুলে ফেলুন যতটা পারা যায়। এরপর কাপড়গুলো অন্তত এক ঘণ্টা রোদে রেখে দিন। তারপর ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।



২. বইকে আক্রমণ করলে প্রথমে বইগুলো রোদে রাখুন। এরপর ব্রাশ দিয়ে সাদা ছত্রাকগুলো তুলে ফেলুন। বইয়ের কভার বা মলাটে দাগ পড়ে গেলে ক্লোরিন মিশ্রিত পানি কাপড়ে ভিজিয়ে সেই জায়গায় কিছুক্ষণ রাখুন। ছত্রাকের দাগ দূর হয়ে যাবে।

৩. দেয়ালে এমন ছত্রাক দেখা গেলে পানিতে ব্লিচ মিশিয়ে হাতে গ্লাভস পরে সেই পানি দিয়ে দেয়ালের ছত্রাক ঘষে তুলুন। এই পানি দিয়ে দেয়াল ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফ্যান ছেড়ে দেয়াল শুকিয়ে নিন।

৪. কাঠের আসবাবে ছত্রাক দেখা গেলে ব্রাশ দিয়ে প্রথমে সেগুলো তুলে ফেলুন। তারপর ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি দিয়ে সেসব জায়গা পরিষ্কার করুন।

৫. যে কোনো আক্রান্ত জায়গা পরিষ্কারের পর কোনো ধরনের জীবাণুনাশক ভালোভাবে স্প্রে করে দিন।